ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বছরের শুরুতেই কি হুমকি পেলেন সালমান খান?
পৃঃ 7

রোহিত-কোহলির অবসর প্রসঙ্গে যা বললেন গম্ভীর
পৃঃ 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০১১ ● কলকাতা ● ২৬ পৌষ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ১১ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

সৌরভকে ১ টাকায় ৩৫০ একর জমি দিতে পারবে না রাজ্য, যা যা নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাতিল হবে সৌরভের সাথে রাজ্যের চুক্তি? ইস্পাত কারখানার জন্য প্রয়াগ ফিল্ম সিটির ৩৫০ একর জমি এক টাকায় প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। যা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে ।প্রয়াগ চিটফাণ্ড সংস্থার অভিযোগ

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

আরাবুল এবং শান্তনুকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম এবং প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেনকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল। শুক্রবার এই ঘোষণা করেছে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার জানিয়েছেন, বৈঠকে আলোচনার প্রেক্ষিতে আরাবুল এবং শান্তনুর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে দল।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে তাঁর কথাবার্তা, সমালোচনার জন্য কি পদক্ষেপ করল দল? শান্তনু জানিয়েছেন, সেটা তিনি মনে করেন না। কারণ, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তিনি অনেক আগে মুখ খুলেছিলেন। তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদের কথায়, ''সন্দীপ ঘোষের হাত ধরে আরজি করের অব্যবস্থার কথা নিয়ে আমি আগেও বলেছি। আমি আরজি কর আন্দোলনে মদত দিইনি। এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি মদত দিতে পারে না। কিন্তু ঠিক কথা হয়তো ঠিক জায়গায় পৌঁছোয়নি। আমি আন্দোলনের সময় তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিনি।'' শান্তনুর সংযোজন, ''কোনও দুর্নীতিতে

এরপর ৩ পাতায়

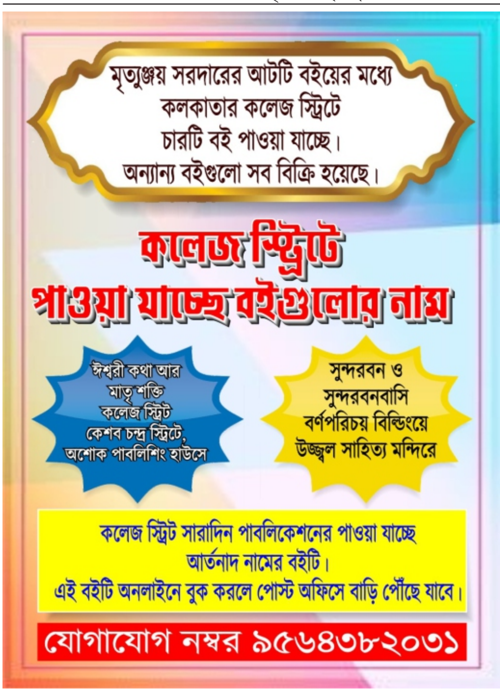

নজরে বালি পাচার! মমতার হুঁশিয়ারির পর টনক নড়ল জেলা প্রশাসনের, বীরভূমে আটক একাধিক লরি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলার অভিযোগ নতুন নয়। তবে এবার এবিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে দেখা গেল বীরভূমের জেলা প্রশাসনকে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে বীরভূমের নানুর, ময়ূরেশ্বর-সহ একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে একাধিক বালির লরির আটক করেছে জেলা প্রশাসন।

গত বৃহস্পতিবার নবান্নের বৈঠক থেকে বীরভূমের বালি পাচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জেলা প্রশাসনকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই জেরে জেলা প্রশাসনের এই 'সক্রিয়তা' বলে মনে করা হচ্ছে।

বীরভূমের নানুর, বোলপুর, ময়ূরেশ্বর-সহ একাধিক জায়গা থেকেই বালি পাচারের অভিযোগ নতুন নয়। রাতের অন্ধকারে নদীর নীচ থেকে পাইপের মাধ্যমে পাম্পের সাহায্য বালি তুলে অবাধে পাচার করা হচ্ছে বলে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ। গত বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারপরই গত শুক্রবার বোলপুরে গিয়েছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, তারপর থেকেই বীরভূমের বেআইনি বালি পাচার নিয়ে নজর রাখছিল জেলা প্রশাসন। এবার হল অভিযান।

বুধবার রাতের অভিযানে জেলা প্রশাসনের তরফে একাধিক বালি পাচারের লরি আটক করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট লরির মালিকদের ডেকে পাঠানো হবে।

আরজি কর কাণ্ড: সঞ্জয় রায়ের কী শাস্তি হবে? ১৮ তারিখ ঘোষণা করবে আদালত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ খুনের মামলায় বড় আপডেট। সাজা ঘোষণার দিন জানাল শিয়ালদা আদালত। আগামী ১৮ জানুয়ারি দুপুর আড়াইটের সময় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের সাজা ঘোষণা করা হবে। আরজি কর ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল গত ১১ নভেম্বর। ৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার শিয়ালদা ফার্স্ট অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ (ফার্স্ট এডিজে) অনির্বাণ দাসের এজলাসে এই মামলার শুনানি শেষ হয়েছে।

এই বিষয়ে এক আইনজীবী বলেন, 'আমাদের দাবি, যে বা যারা এই ঘটনায় যুক্ত তারা যে সাজা পায়। একটা চার্জশিট জমা হয়েছে। সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়া হতে পারে। তদন্ত এখনও শেষ হয়নি।'

এরপর ৩ পাতায়

বাধ্য হয়েই সীমান্তে গুলি চালাল BSF, পোঁ পোঁ করে ছুট বাংলাদেশিদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারত-বাংলাদেশ অশান্তি পরিস্থিতির মধ্যে মালদহ সীমান্তে চলল গুলি। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটলো মালদহের খুটাদাহ বর্ডার আউট পোস্টে। সূত্রের খবর, বাংলাদেশের দিক থেকে অনুপ্রবেশকারীরা রাতের অন্ধকারে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করছিল। সেই সময় ভারতের দিক থেকে বেশ কয়েকজন দালাল এবং গরু পাচারকারী বাংলাদেশের সীমানার দিকে যাচ্ছিল। বিএসএফের দুই জওয়ান ওই অনুপ্রবেশকারীদের দাঁড়াতে বলে। বারবার করে চিৎকার করা হলেও অনুপ্রবেশকারীরা কাঁটাতার কেটে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে। মুহূর্তেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা।

ওই সময়েই দুই জওয়ান অনুপ্রবেশকারীদের দিকে তেড়ে গেলে, পাল্টা অনুপ্রবেশকারীরা ধারাল অস্ত্র নিয়ে জওয়ানদের উপর হামলা করে। তখনই এক বিএসএফ জওয়ান পরপর গুলি ছোড়ে বলে খবর। যদিও অনুপ্রবেশকারীদের দিকে তাক না করে তাঁদের সতর্ক করার জন্য আকাশের দিকে গুলি চালায়। কিন্তু, তারপরেও অনুপ্রবেশকারীরা বেপরোয়াভাবে ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে।

পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে দেখে মুহূর্তেই অন্যান্য জওয়ানরা ছুটে আসেন। বন্দুক তাক করতে না করতেই অনুপ্রবেশকারীরা চম্পট দেয়। এদিকে ততক্ষণে পাচারকারীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ভারতের দিকে কিছু দালালও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু, বেগতিক দেখে গরু ছেড়েই তাঁরা অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। ঘটনায় ভারতের দিক থেকে কারা যুক্ত রয়েছেন তাঁদের খোঁজ শুরু করেছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। ঘটনার পর থেকেই চাপা উত্তেজনা এলাকায়।

(১ম পাতার পর)

আরাবুল এবং শান্তনুকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল

আমার নাম জড়ায়নি। ইডি-সিবিআই আমার বাড়িতে 'রেড'-ও করেনি। আমার কোন কাজটি দলবিরোধী হিসাবে বিবেচিত হল, সেটাই আমার বোধগম্য হচ্ছে না। তবে দলীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে। আমি এখনও তৃণমূলে আছি।''গত বছর অগস্টে আরজি কর-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে মুখ খোলার পর দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় শান্তনুর। অন্য দিকে, অপরাধের মামলায় জামিন পাওয়ার পরেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে কোণঠাসা ছিলেন আরাবুল। গত ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবসে দলীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে দলের আর এক গোষ্ঠীর সঙ্গে গন্ডগোলে জড়ান আরাবুল। একদা শিক্ষিকাকে জলের পাত্র ছুড়ে মারার অভিযোগে অভিযুক্ত আরাবুলের গাড়িতে সে দিন পাথর ছোড়েন তৃণমূলেরই কর্মীরা। ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে ভাঙড়ের তৃণমূল পর্যবেক্ষক তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা আরাবুলকেই দায়ী করেন। তিনি জানান, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ নিয়ে অভিযোগ জানাবেন। তার পরেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানা গেল।সাসপেন্ড হওয়ার পর আরাবুলকে ফোনে যোগাযোগ করা হয়। তিনি 'হ্যালো' বলার পর জানিয়ে দেন, এ নিয়ে কিছুই বলতে চান না তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ফোন কেটে দেন। অন্য দিকে, শান্তনু জানান, তিনি বুঝতেই পারছেন না যে তাঁর কোন কাজটি দলবিরোধী হল! শান্তনুর কথায়, ''আমি বুঝেই উঠতে পারছি না, দলের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করলাম! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দলের কথা ভেবেছি। পেশার কাজের বাইরে কেবল তৃণমূলের কাজ করেছি। তার পরও কেন এই পদক্ষেপ করা হল, বুঝতে পারছি না।''

(১ম পাতার পর)

সৌরভকে ১ টাকায় ৩৫০ একর জমি দিতে পারবে না রাজ্য, যা যা নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

ছিল, তাদের লিজ রয়েছে ওই জমিতে। তারপরও রাজ্য সরকার তাদের কিছু না জানিয়ে কোনো আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই জমি হস্তান্তর করছে। যা ঠিক নয়। প্রয়াগ ফিল্মসিটির জন্য মোট ৭৫০ একর জমি নেওয়া হয়েছিল।আমানতকারীদের দাবি, তাদের ২৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ রয়েছে প্রয়াগ ফিল্ম সিটি প্রকল্পে। প্রয়াগ চিটফান্ড থেকে টাকা ফেরত চেয়ে আমানতকারীদের মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।অভিযোগ ছিল, প্রয়াগের লিজে থাকা জমি সংস্থাকে কিছু না-জানিয়েই সৌরভকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আমানতকারীরা। প্রশ্ন ওঠে, প্রয়াগের ফিল্ম সিটির বাজেয়াপ্ত জমি কীভাবে সৌরভকে ১ টাকায় লিজ দেওয়া হল! বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টে।

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলা শুনানির জন্য ওঠে। সেখানে আদালত জানাল, রাজ্যের সঙ্গে ওই সংস্থার যা চুক্তি হয়েছে, তাতে হাইকোর্ট কোনোরকম হস্তক্ষেপ করবে না। আদালতের নির্দেশ, চন্দ্রকোনার ওই জমি সহ যাবতীয় সম্পত্তির ভ্যালুয়েশন করাতে হবে। এই কাজে সেবি(SEBI)-কে সাহায্য করবে রাজ্য সরকার। তারপর ওই সম্পত্তি নিলাম করতে হবে।

এক্ষেত্রে নিলামে যদি সৌরভের সংস্থা অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দাম দিতে পারে, তাহলেই সেই জমি তারা নিতে পারবেন। নতুবা নয়। সাফ জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি এই বিষয়ে রাজ্যকে যাবতীয় রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, প্রয়াগের লিজে থাকা জমি সংস্থাকে কিছু না-জানিয়েই সৌরভকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আমানতকারীরা। প্রয়াগ চিটফান্ডের আমানতকারীদের অভিযোগ ছিল, তাদের প্রাপ্য না মিটিয়ে কীভাবে ১ টাকায় ৩৫০ একর জমি দিল সরকার? এই নিয়ে জনস্বার্থ আবেদন হয় কলকাতা হাইকোর্টে।

প্রয়াগ চিটফাণ্ড সংস্থার অভিযোগ ছিল, তাদের লিজ রয়েছে ওই জমিতে। তারপরও রাজ্য সরকার তাদের কিছু না জানিয়ে কোনো আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই জমি হস্তান্তর করছে। যা ঠিক নয়। প্রয়াগ ফিল্মসিটির জন্য মোট ৭৫০ একর জমি নেওয়া হয়েছিল।আমানতকারীদের দাবি, তাদের ২৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ রয়েছে প্রয়াগ ফিল্ম সিটি প্রকল্পে। প্রয়াগ চিটফান্ড থেকে টাকা ফেরত চেয়ে আমানতকারীদের মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।

আমানতকারীদের কথায়, যেখানে মামলা এখনও বিচারাধীন সেখানে রাজ্য কিভাবে ১ টাকার বিনিময়ে সৌরভ কে জমি দিল। রাজ্যের এই জমি প্রদানের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এবার সেই মামলাতেই বড় নির্দেশ আদালতের।

(২ পাতার পর)

আরজি কর কাণ্ড: সঞ্জয় রায়ের কী শাস্তি হবে? ১৮ তারিখ ঘোষণা করবে আদালত

গত ৯ অগাস্ট আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার হল থেকে মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁকে ধর্ষণ এবং খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পরের দিনই কলকাতা পুলিশ অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করেছিল। চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় তোলপাড় হয় বাংলা। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিবাদে উত্তাল হয় দেশ থেকে বিদেশ। পরে এই ঘটনার তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। সুপ্রিম কোর্টেও ওঠে মামলা। তবে আর্থিক বেনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ধর্ষণ- খুনের ঘটনায় জামিন পেয়ে যান আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। গ্রেফতারের ৯০ দিন পরেও চার্জশিট দিতে পারেনি সিবিআই। সে কারণেই সন্দীপ-অভিজিৎকে জামিন দিয়েছে শিয়ালদা আদালত। তবে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় জেলেই রয়েছেন সন্দীপ।

শুনানিতে সঞ্জয়কে নির্দোষ বলে দাবি করে তার আইনজীবী সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আরও দাবি, পুরো ঘটনাটা সাজানো হতে পারে সঞ্জয় ফাঁসানোর জন্য। তাই অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের বেকসুর খালাস চেয়েছেন আইনজীবী। আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কেই একমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে চার্জশিটে উল্লেখ করেছে সিবিআই। এই বিষয়ে ধৃতের আইনজীবী সওয়ালে বলেন, 'এই স্বপক্ষে সিবিআই যে প্রমাণ দিচ্ছে, তা অপর্যাপ্ত। সঞ্জয় এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। এছাড়াও নির্যাতিতার শরীরে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। গোটা ঘটনাটি সাজানো হতে পারে। ধৃতকে ফাঁসানো হয়েছে। অভিযুক্ত কিছুই করেনি। অভিযুক্তের আঙুলের ছাপও মেলেনি। হতে পারে পুরোটাই পরে সাজানো হয়েছে।'

আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে আদালতে এর আগেও সিবিআই নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছে। ধৃতের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সিবিআইয়ের আইনজীবীরা। চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা বিরলতম ঘটনা বলে মন্তব্য করে সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির দাবি করেছে সিবিআই।

সম্পাদকীয়

বাম আমলে নিয়োগে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি

তৃণমূল আমলে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ। ২০২২ সাল থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে রীতিমতো তোলপাড় রাজ্য। এখনও এই দুর্নীতির দায়ে জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। আদালতে চলছে মামলা। এরই মাঝে ২০২৫ সালে এসে বাম আমলে নিয়োগ নিয়ে উঠল প্রশ্ন।২০০৯ সালের এক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড ব্যবহার করে কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী শিক্ষকতার চাকরি পান। অভিযোগ ওঠে, এদের মধ্যে অনেকেই চাকরির ক্ষেত্রে 'ভুয়ো' কার্ড ব্যবহার করেছেন। এরপর এই নিয়ে আদালতে দায়ের হয় মামলা। আগে এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। উত্তর ২৪ পরগনার ২৬ জনের চাকরিও বাতিল হয়।

পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট জানায়, কেবল এক জেলা নয়, রাজ্যের অন্য জেলাগুলিতেও এই ভুয়ো এক্সচেঞ্জ কার্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার ফের এই মামলা হাইকোর্টে উঠলে বিচারপতি বসুর নির্দেশ, ২২টি জেলার প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিলকে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্ত কার্ড যাচাই করে দেখতে হবে। তারপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। কার্ড জালিয়াতির অভিযোগের তদন্ত সিআইডির উপর দিয়েছে আদালত। তদন্তে বৃহত্তর জালিয়াতির ইঙ্গিত পেলে প্রয়োজনে সিট গঠন করারও আভাস দেন বিচারপতি। ২৭ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা উঠতেই এল বড় নির্দেশ।

২০০৯ সালের (বাম জমানায়) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এক্সচেঞ্জ কার্ড জালিয়াতি সংক্রান্ত সেই মামলাতেই প্রাথমিকে চাকরিরত সব শিক্ষকের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড যাচাই করতে বলল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে এই মামলা উঠলে তার নির্দেশ, ওই সব কার্ড যাচাই করতে হবে।

নির্দেশ কার্যকর করার সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি। আগামী ২৭ জানুয়ারি শিক্ষা দফতরের কমিশনারকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ওই দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ কার্ড জালিয়াতির ঘটনায় সিআইডির কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। পরবর্তী শুনানির দিনই ওই রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

শ্মশানেই হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, বীরেন্দ্রকিশোর ভদ্র, উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন প্রমুখের শেষকৃত্য এই শ্মশান ঘাটেই সম্পন্ন হয়েছে। হিন্দুদের বিশ্বাস এই শ্মশানে দেহ সৎকার হলে দেবীর আশীর্বাদে পুণ্য লাভ করা যায় পর পারের জন্যে। এ কথা বলতে গেলে আরো বলতে হয়,পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, এখানে সতীর ৫১ দেহখণ্ডের মধ্যে ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙুলটি পড়েছিল। পুরাণে উল্লেখ আছে, দেবাদিদেব মহাদেবের অনিচ্ছাতেই পিতা দক্ষের দক্ষযজ্ঞে গিয়েছিলেন পার্বতী। রাজা দক্ষ দক্ষযজ্ঞের

ক্রমশঃ
(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

এখনই ভূস্বর্গে সরাসরি ট্রেন নয়, কাটরা স্টেশনে বদল বাধ্যতামূলক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কাশ্মীর ঘুরতে যাওয়া পর্যটকরা দিল্লি থেকে ট্রেনে সরাসরি শ্রীনগর যাওয়ার স্বপ্নপূরণ এখনই হচ্ছে না ! কাটরায় শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী স্টেশনে যাত্রীদের ট্রেন বদল বাধ্যতামূলক । ইটিভি ভারতকে এমনটাই জানিয়েছে, উত্তর রেলের এক আধিকারিক । ওই আধিকারিকের দাবি অনুযায়ী, জম্মুর কাটরা থেকে শ্রীনগর ও শ্রীনগর থেকে কাটরা পর্যন্ত একটি ট্রেন নিয়মিত যাতায়াত করবে ।

ওই আধিকারিকের কথা অনুযায়ী, "শ্রীনগর থেকে একটি ট্রেন কাটরায় আসবে এবং একটি ট্রেন কাটরা থেকে শ্রীনগর যাবে । যাত্রীদের কাটরা স্টেশন থেকে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ট্রেন বদল করতে হবে ।" ওই আধিকারিকের কথায়, "শ্রীনগর যাওয়ার ট্রেন সবসময় 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসবে । নয়াদিল্লি থেকে আসা সব ট্রেন স্টেশনে পৌঁছালে

এরপর ৬ পাতায়

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, প্রভু, এমন এক সহজ ব্রত বলে দিন, যা সকলেই পালন করে পাপমুক্ত হতে পারে। মহাদেব বললেন, 'ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে যে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি হয়, তা-ই শিবরাত্রি। শিবরাত্রিতে যে উপবাস করে, আমি তার উপর খুব সন্তুষ্ট হই। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কুণালকে ক্ষমা চাইতে হবে, মমতাকে চিঠি ফরওয়ার্ড ব্লকের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠালেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ যে মন্তব্য করেছেন, তা সমিচীন নয়। অবমাননাকর ও নিন্দাজনক। অবিলম্বে কুণাল ঘোষকে ক্ষমা চাইতে হবে।

মমতাকে লেখা চিঠিতে নরেন চট্টোপাধ্যায় লেখেন, "আপনি নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন যে, কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন দল করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ব্যর্থ অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সফল হয়েছেন। এই মন্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর থেকেও আপনি বড় ও সফল রাজনীতিবিদ। পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের জনমানষে শ্রী কুণাল ঘোষের এই বিবৃতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।"

তাঁর আরও উল্লেখ, "সুভাষচন্দ্র বসুকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পরাধীন দেশে 'দেশনায়ক'-এর পদে বরণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধি সুভাষচন্দ্র বসুকে 'দেশপ্রেমিকোত্তম' বলে বর্ণনা করেছেন। সেই মহান দেশপ্রেমিকত্তম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে আপনার তুলনায় ব্যর্থ বলে বর্ণনা করে ছোট করেছেন। আশা করব, নেতাজিকে নিয়ে মানুষের ভাবাবেগে শ্রী কুণাল ঘোষ যে আঘাত করেছেন, তার প্রতিকারে আপনি সঠিক বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন এবং কুণাল ঘোষকে প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনার নির্দেশ দেবেন।"

এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া পাওয়া না-গেলেও সোশাল মিডিয়ায় পাল্টা জবাব দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। নরেন চট্টোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্যে করে কুণাল লেখেন, "আপনার মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আমি আবার বলছি,

নেতাজি দেশনায়ক। আমাদের গর্ব। আমার মতে আজাদ হিন্দ সরকারের কারণে নেতাজিকে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। রাজ্যসভায় আমি নেতাজি মৃত্যুরহস্যের সব ফাইল প্রকাশ্যে আনার দাবিতে সরব ছিলাম। নেতাজি বিশ্বের মানচিত্রের একজন সেরা বিপ্লবী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মহানায়ক। সর্বকালের সেরা অন্যতম বাঙালি।"

তৃণমূল নেতার আরও সংযোজন, "কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আলাদা দল গড়ে সাফল্যের প্রশ্নে নেতাজি বা আমার পরমশ্রদ্ধেয় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের থেকে অনেক এগিয়ে এবং সফল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি দল গঠন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিচয় সেই দল হয়ে ওঠেনি। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মানুষের আশীর্বাদে রাজ্যে তৃতীয়বার সরকারে, সারা দেশে রাজনীতিতে ও উন্নয়নের মডেলে এই দলের প্রভাব। ফলে নেতাজির জায়গায় নেতাজির যেমন মহাউচ্চতা ছিল, আছে ও থাকবে। তেমনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে একা দল গড়ে সাফল্যের প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বটা স্বীকার করুন।"

দুলালের নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছিল এক মন্ত্রীর ফোনে ! তৃণমূল নেতা খুনে বিস্ফোরক শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মালদা তৃণমূল জেলা সহ-সভাপতি দুলাল সরকারের হত্যাকাণ্ডে শাসক দলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর। রামরাজাতলায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, "এটা এলাকা দখল ও অর্থ তোলার লড়াই। আর আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার একজন ফোনে এসপি প্রদীপ যাদবকে দুলালের নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। আমি আবার বলছি বিপদজনক অবস্থা । এরা গোলাগুলি ছুড়বে, আর সেই গুলি আপনার বা আমার মাথায় লাগবে কি না জানি না ।"

পাশাপাশি মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যের বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, "ফিরহাদ হাকিমকে এখনই মন্ত্রিসভা থেকে বের করে দিয়ে এনআইএ'র হাতে তুলে দেওয়া উচিৎ । উনি ধর্মের নামে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে কীভাবে দখল করতে চান । তিনি তাঁর ধর্মের বড়াই করতেই পারেন, কিন্তু অন্যের ধর্মকে অশ্রদ্ধা করতে পারেন না।"

এছাড়াও শুভেন্দু মমতা ও অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের মধ্যের বিরোধকে কটাক্ষ করে বলেন, "ওগুলো সব লোক দেখানো । পিসির উপরে রাগ করে লোকেরা ভাইপোর কাছে যায়, আর ভাইপোর উপরে রাগ হলে পিসির কাছে যায় । আমি

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

দাবানল নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়: ট্রাম্পকে বাইডেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেস ঘিরে জ্বলতে থাকা ভয়াবহ দাবানল নিয়ে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন দেশটির বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউসে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠক করেন তিনি। এ সময় ট্রাম্পকে পাল্টা আক্রমণ করে বাইডেন বলেন, এ দাবানল নিয়ে লোকজনের রাজনীতি করা উচিত নয়।

প্রেসিডেনশিয়াল মেয়াদের শেষ পর্যায়ে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান গুরু পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে গতকাল বাইডেনের সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দাবানল পরিস্থিতি বিবেচনায় আগের দিনই এ সফর বাতিল করেন তিনি।

এর আগে ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ স্যোশালে বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) বলেন,

ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক দলীয় গভর্নর গ্যাভিন নিউজকামের পদত্যাগ করা উচিত। সব তার ব্যর্থতা!

'এটিকে বাইডেন-নিউজকাম জুটির চরম অক্ষমতা ও অব্যবস্থাপনার প্রতীক', বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ট্রাম্পের বক্তব্যে ক্ষুব্ধ বাইডেন বলেন, 'আমি খুব স্বল্পসময়ের মধ্যে অফিস ছাড়ছি। কিন্তু এটি (দাবানল) রাজনীতির বিষয় নয়। এটি মানুষের মধ্যে এ নিরাপত্তার অনুভূতি এনে দেওয়ার বিষয় যে আমরা এটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হব।'

ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ এ দাবানল মোকাবিলায় সহায়তা করতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অর্থ ও অন্যান্য উপকরণের জোগান দেওয়ার বিষয়ে নানা রকম ঘোষণা দেন জো বাইডেন। তবে ডেমোক্র্যাটদের অব্যবস্থাপনায় দাবানল নিয়ন্ত্রণে পানির সংকট দেখা দিয়েছে—রিপাবলিকানদের এমন অভিযোগ খণ্ডন করতেই এ সময় বেশি আগ্রহী দেখা গেছে তাকে।

উল্লেখ্য, ট্রাম্পের অভিযোগ, গভর্নর নিউসম তুষার গলে স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করছেন। এতে দাবানল নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট পানি পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে বাইডেন প্রশাসন বলছে ভিন্নকথা। তাদের বক্তব্য, মূল সমস্যা বিদ্যুৎ নিয়ে। কেননা বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর আশঙ্কা, বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল থাকলে ত্রুটিযুক্ত সঞ্চালন লাইনের কারণে আগুন আরও ছড়াতে পারে। এ অবস্থায় পানির পাম্পগুলো বন্ধ আছে।

হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিত জরুরি বৈঠকে জো বাইডেন এ যুক্তিকে ভালোভাবে প্রচার করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, 'সংকটকালে গুজব ও ভয় খুবই দ্রুত ছড়ায়। এতে যেসব মানুষ সঠিক তথ্য সম্পর্কে অবগত নন, তারা স্থানীয় কর্মকর্তাদের ব্যাপারে অভিযোগ করেন যে তারা যত্নশীল নন।'

বাইডেন আরও বলেন, 'লস অ্যাঞ্জেলেসের আগুন এটাই দেখাচ্ছে, জলবায়ুর পরিবর্তন বাস্তবিকই ঘটছে।'

দুলালের নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছিল এক মন্ত্রীর ফোনে ! তৃণমূল নেতা খুনে বিস্ফোরক শুভেন্দু

আবারও বলছি, পিসি ছাড়া ভাইপো জিরো, আর ভাইপোর অর্থ ছাড়া পিসি জিরো ।''

মালদার তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার খুনে অভিযুক্ত দলেরই আরেক নেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি । তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়েছে । মালদায় তৃণমূল নেতা খুনের পর এবার পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি বিষ্ণুদেব নুনিয়াকে পুলিশি নিরাপত্তা দিল রাজ্য সরকার ।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার মোট তিন তৃণমূল নেতাকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পুলিশি নিরাপত্তা পাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজেপিকে তুলোধোনা করেন বিষ্ণুদেব । তাঁর অভিযোগ, বিজেপি বাংলায় অশান্তির আবহ তৈরি করার চেষ্টা করছে ।

''তৃণমূলের শাসনে তৃণমূল নেতাকে পুলিশ পাহারা নিতে হচ্ছে । এর চেয়ে শাসক দলের নেতাদের কাছে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না ।'' পাল্টা প্রতিক্রিয়া বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপ চক্রবর্তীর । শ্রীদীপের অভিযোগ, "এরাজ্যে শাসকদলের নেতাদের দিনে-দুপুরে রাস্তায় গুলি করে খুন করা হচ্ছে । বিজেপি'কে দোষারোপ করছে, অথচ ধরা পড়ছে শাসকদলেরই নেতারা । মাফিয়াদের তোলাবাজদের রাজত্ব চলছে । বিষ্ণুদেব নুনিয়া আগে সিপিআইএম এর ডাকাবুকো নেতা হিসাবে খনি অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন । রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন । খনি অঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনেও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে ।''

(৪ পাতার পর)

এখনই ভূস্বর্গে সরাসরি ট্রেন নয়, কাটরা স্টেশনে বদল বাধ্যতামূলক

যাত্রীদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে ।"

ওই আধিকারিকের বক্তব্য, "যাত্রীদের তাঁদের ব্যাগপত্র-সহ স্টেশনের বাইরে বের করে দেওয়া হবে । তারপর পুনরায় নিরাপত্তা বেষ্টনী পেরিয়ে এবং সঙ্গে থাকা লাগেজ স্ক্যানারে পরীক্ষা করিয়ে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে । সেখান থেকেই শ্রীনগরগামী ট্রেনে উঠতে হবে যাত্রীদের । আর যে ট্রেনে তাঁরা কাটরায় আসবেন, সেটি শ্রীনগরের দিকে যাবে না ।"

উত্তর রেলের ওই আধিকারিক জনিয়েছেন, নিরাপত্তার কারণে এখনই সরাসরি দিল্লি থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ট্রেন চালানো সম্ভব নয় । তবে যাত্রীদের শ্রীনগর পৌঁছতে যাতে কোনও সমস্যা না-হয়, তার জন্য নিয়মিত ট্রেন চলবে কাটরা ও শ্রীনগরের মধ্যে । গত 31 ডিসেম্বর উত্তর রেলের প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী, রোজ একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং দু'টি মেল ট্রেন চলাচল করবে শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী এবং শ্রীনগর স্টেশনের মধ্যে ।

তবে, জম্মুর কাটরার শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী স্টেশন থেকে দেশের অন্যান্য প্রান্তে ট্রেনের সময়সূচি প্রকাশ করেনি উত্তর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ । রেলের তরফে প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রোজ সকাল 8টা 109 মিনিটে কাটরা থেকে ছাড়বে । ট্রেনটি সকাল 11টা 20 মিনিটে শ্রীনগরে পৌঁছবে । প্রথম মেল ট্রেনটি সকাল 9টা 50 মিনিটে কাটরা স্টেশন থেকে ছাড়বে এবং বেলা দুপুর 1টা 10 মিনিটে শ্রীনগরে পৌঁছবে । দ্বিতীয় মেল ট্রেন বিকেল 3টের সময় কাটরার শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী স্টেশন থেকে ছাড়বে । আর শ্রীনগরে সন্ধে 6টা 20 মিনিটে পৌঁছবে ।

সিনেমার খবর

বছরের শুরুতেই কি হুমকি পেলেন সালমান খান?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

২০২৪-এর বেশির ভাগটাই আতঙ্কে কেটেছে সালমান খানের অনুরাগীদের। লরেন্স বিশ্নোইর নিশানায় ছিলেন এই বলিউড অভিনেতা। গত বছরই খুন হয়েছেন তার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা বাবা সিদ্দিকি। সেই দায় স্বীকার করেছে লরেন্স বিশ্নোইয়ের দল। আগেই তার বাড়ি 'গ্যালাক্সি'র সামনে গুলি চালিয়ে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। একের পর এক হুমকি এসেছে সালমান ঘনিষ্ঠ পরিজনেদের কাছেও। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে সরাসরি হুমকি পেয়েছেন সালমানের বাবা সেলিম খান। ফলে বাড়ানো হয়েছে ভাইজানের নিরাপত্তা।

এই উদ্বেগের মধ্যে নিজের জন্মদিন নিয়েও খুব উচ্ছ্বাস দেখাতে পারেননি সালমান। বরং ব্যক্তিগত পরিসরে পরিবার পরিজন নিয়ে জন্মদিন পালন করেছেন। গত বছর নিরাপত্তার জন্য একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি কিনেছিলেন

সালমান। আর নতুন বছরের শুরুতেই আঁটসাঁট করা হল সালমানের বাড়ির নিরাপত্তা। সেই ভিডিও ছবিশিকারিদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। ভিডিও দেখেই চিন্তিত ভাইজানের অনুরাগীরা। তাদের প্রশ্ন, আবার কি কোনও অঘটন ঘটল বা লরেন্স বিশ্নোইয়ের থেকে কি ফের কোনও হুমকি এল?

কিছু দিন আগেই মুক্তি পেয়েছ সালমানের আসন্ন ছবি 'সিকন্দর'-এর ঝলক। সেই ভিডিও দেখে নেটাগরিকের অনুমান, বিশেষ বার্তা শত্রুদের উদ্দেশেই দিয়েছেন সালমান। "শুনছি আমার পিছনে অনেকে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। আমার শুধু পিছন ফেরার অপেক্ষা..." ঝলকে সালমানের এই সংলাপ নাকি লরেন্স বিশ্নোইর জন্যই। কৃষ্ণসার হত্যার অভিযোগ রয়েছে সলমনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার জন্যই সালমান লরেন্স বিশ্নোইয়ের নিশানায়। তাই ঝলকে আরও একটি বিষয় নজর কেড়েছে নেটাগরিকের— মুখোশধারী এক শত্রুর মাথায় হরিণের মতো শিং। এই বিষয়টিও প্রতীকী মনে করছেন অনেকে।

ছবির ঝলক প্রকাশ্যে আসার পরেই সা্লমানের বাড়ির নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বদলে দেওয়া হচ্ছে তাঁর বাড়ির জানালার কাচ। অনুরাগীদের অনুমান, ছবির ঝলকের জেরে কি ফের ভাইজানের কাছে কোনও হুমকি এসেছে? বা তেমনই আশঙ্কা করা হচ্ছে? স্পষ্ট জানা যায়নি কিছুই। এই বছর ইদে মুক্তি পাবে 'সিকান্দর'। সালমান ছাড়াও অভিনয় করেছেন রাশ্মিকা মন্দানা, সত্যরাজ, প্রতীক বব্বর, শরমন জোশী, কাজল আগারওয়াল।

বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যেই একসঙ্গে দেখা গেল অভিষেক-ঐশ্বরিয়াকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঐশ্বরিয়া ও অভিষেকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রায়ই নানা চর্চা চলে। এমনকি আলোচনা বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। এবার তারা এই ধরনের গুজবের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন বলা চলে। কারণ, তাদের একটি ভিডিও এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল। যা দেখে সবাই বলছেন, যা রটেছে তার পুরোটাই গুজব।

এই তারকা দম্পতিকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে নানা আলোচনা। অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, এই দম্পতির সাংসারিক বেশ কিছু সমস্যাও চলছে। তাদের পথ আলাদা হতে চলেছে। যদিও কিছুদিন আগে দু'জনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল তাদের মেয়ে আরাধ্যার স্কুলের অনুষ্ঠানে। তারপরেও কিছু সমালোচকের মত, সম্ভবত মেয়ের জন্যই দু'জনে এক হয়েছেন। তবে যারা দম্পতি সম্পর্কে নেগেটিভ মন্তব্য করেন, বা বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলেন, এই ভিডিওগুলো তাদের জন্য উপযুক্ত জবাব।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে শুধু ঐশ্বরিয়া বা আরাধ্যকেই নয়, অভিষেক বচ্চনকেও দেখা গিয়েছে তাদের সঙ্গে। স্ত্রীর জন্য গাড়ির দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন অভিনেতা।

এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেন। ভাইরাল হওয়া এই ভিডিয়োটি নিয়েও নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেছেন, 'দুজনের সবকিছু ঠিকই আছে। এটা প্রমাণিত।' কারও মতে, 'আশ্চর্য সুন্দর জুটি আপনারা। ঈশ্বর এভাবেই ভালো রাখবে সারাজীবন।' অভিষেকও হাসিমুখে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এসে পাপারাজ্জিদের হাত জোড় করে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান। তারপর একই গাড়িতে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তারা।

নতুন বছরে চন্দ্রবিন্দুর কামব্যাক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এক যুগ পর নতুন অ্যালবাম নিয়ে আসছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় ব্যান্ড 'চন্দ্রবিন্দু'। চন্দ্রিল-অনিন্দ্য-উপলদের দশম অ্যালবামটি স্পটিফাই, আইটিউনস স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ও ইউটিউবে শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর নতুন অ্যালবামের গান শোনা যাবে রেকর্ডেও।

ভারতের সংবাদমাধ্যম 'দ্য টেলিগ্রাফ' বলছে, যাত্রা শুরুর পর ৩৫ বছর পার করেছে 'চন্দ্রবিন্দু'; তাদের প্রথম অ্যালবাম আসে ১৯৯৭ সালে। 'টালোবাসা'র আগে ২০১২ সালে এসেছিল তাদের নবম অ্যালবাম। প্রেম-ভালোবাসা, হাস্যরস ও ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের মিশেলে সাজানো হয়েছে টালোবাসার গান।

ইনস্ট্রাগামে 'চন্দ্রবিন্দু' লিখেছে, "নতুন অ্যালবাম বের হচ্ছে এক ডজন বছর মানে এক যুগ পর। একটা বয়স ছিল যখন বছর বছর আমাদের অ্যালবাম বের হত। আমদের দুচোখ জুড়ে স্বপ্ন ছিল, একদিন দশখানা অরিজিনাল অ্যালবাম বার হবে আমাদের। প্রথম ক্যাসেট বেরিয়েছিল ১৯৯৭ এ। তার ২৭ বছর পর চন্দ্রবিন্দু সত্যিই দশম অ্যালবাম বার করতে পারল।"

রোহিত-কোহলির অবসর প্রসঙ্গে যা বললেন গম্ভীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সিডনিতে সিরিজের শেষ টেস্টে ভারতকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ১০ বছর পর বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি পুনরুদ্ধার করেছে অস্ট্রেলিয়া। একইসঙ্গে আগামী জুনে লর্ডসে অনুষ্ঠিতব্য টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও নাম লিখিয়েছে তারা। এদিকে, সদ্য সমাপ্ত সিরিজে দুই ভারতীয় তারকা বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার অফফর্মের কারণে তাদের অবসরের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। বিশেষ করে রোহিত শর্মা তো শেষ টেস্ট থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

আজ সিডনিতে সিরিজের পঞ্চম এবং শেষ টেস্টে ভারতের দেওয়া ১৬২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জয় লাভ করে। এর পর ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হন কোচ গৌতম গম্ভীর। তিনি রোহিত- কোহলির অবসর প্রসঙ্গে এবং দলের ক্রিকেটারদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন।

গম্ভীর বলেন, 'আমি কোনো ক্রিকেটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে মন্তব্য করতে পারি না। এটি তাদের সিদ্ধান্ত। তবে আমি নিশ্চিত যে, তাদের (রোহিত-কোহলি) এখনও জয়ের তৃষ্ণা রয়েছে এবং তারা খেলার জন্য যথেষ্ট আবেগী। তারা শক্তিশালী মানুষ। আশা করি, তারা এমনই মানসিকতা ধরে রাখবে। তবে তাদের সিদ্ধান্তই দলের জন্য সর্বোত্তম হবে।'

বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে কোহলি পাঁচ ম্যাচে ৯ ইনিংসে ব্যাট করেছেন। একটি সেঞ্চুরির পরও, তার রান ছিল মাত্র ১৯০। অন্যদিকে, রোহিত পিতৃত্বকালীন ছুটিতে প্রথম টেস্টে খেলেননি এবং পরবর্তী তিন টেস্টে মাত্র ৩১ রান করেছেন।

এর ফলে সিডনিতে আজকের শেষ টেস্টে নিজেকে সরিয়ে নেন রোহিত।

রোহিতের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে গম্ভীর বলেন, 'এটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, তবে আমার মতে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কোনো ভুল নয়। যদি কোনো অধিনায়ক বা নেতা দলকে সামনে রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেয়, তাতে কিছু ভুল নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে, দল সবকিছুর ঊর্ধ্বে, এবং দেশই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

এছাড়া গম্ভীর দলের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে বলেন, 'আমি কাউকে প্রাধান্য দিই না। আমাদের ড্রেসিংরুমে অনেক সৎ ক্রিকেটার আছেন, যারা নিজেদের সর্বোচ্চ পরিশ্রম দিয়ে দলের জন্য অবদান রাখতে চান। সবাই নিজের কাজ জানে এবং দলের জন্য ভালো করতে চায়। এটি আমাদের ব্যক্তিগত দল নয়, এটি দেশের দল।'

এগিয়ে গিয়েও সমতা, জিততে পারলো না লিভারপুল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এগিয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই। তার পরই খেলায় ফেরে লিভারপুল। সমতার পর অলরেডদের এগিয়ে যাওয়া। তবে লিভারপুল শেষ পর্যন্ত জয় ধরে রাখতে পারেনি। ইউনাইটেডের সাথে সমতার ফল নিয়েই মোহাম্মদ সালাহদের মাঠ ছাড়তে হয়েছে।

অ্যানফিল্ডে দুই দলের ম্যাচটি শেষ হয়েছে ২-২ গোলের সমতায়।

আর্জেন্টাইন তারকা লিসান্দ্রো মার্তিনেজের ৫২ মিনিটের গোলে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। ৭ মিনিট পরেই কোডি গাকপোর গোলে সমতা ফেরানো লিভারপুল ৭০ মিনিটে মোহাম্মদ সালাহর পেনাল্টি গোলে এগিয়ে যায়। ১০ মিনিট পরে আমাদের সেই গোল শোধ করে সমতায় ফেরে ইউনাইটেড।

তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচে অ্যানফিল্ড থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে ফিরল ইউনাইটেড। আর তাতে চার ম্যাচ পর এই প্রথম কোনো ম্যাচ না হেরে মাঠ ছাড়তে পারল রুবেন আমোরিমের দল।

১৯ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। তাদের চেয়ে ৬ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে ২০ ম্যাচ খেলা আর্সেনাল।

বিপদে ফেলতে গিয়ে উল্টো পাকিস্তানের ভালোই করেছে ভারত!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের সিদ্ধান্তে লাভ হয়েছে পাকিস্তানের। তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের দায়িত্ব পেলেও ভারত সে দেশে খেলতে যাচ্ছে না। ভারতের সব ম্যাচ হবে দুবাইয়ে। তার ফলে আরও আর্থিক লাভ হবে পাকিস্তানের। ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি বাড়তি টাকাও পাবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

গ্রুপ পর্বে ভারতের তিনটি খেলা দুবাইয়ে হবে। একটি সেমিফাইনালও সেখানে হবে। ভারত যদি ফাইনালে ওঠে তা হলে সেই খেলাও দুবাইয়েই হবে। পাক ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, দুবাইয়ের মাঠে টিকিট বিক্রির ৫০ শতাংশ টাকা তারা পাবেন। তিনি বলেন, "আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে এই চুক্তি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। দুবাই ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ২৫ হাজারের বেশি দর্শকাসন রয়েছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ তো বটেই, ভারতের বাকি ম্যাচেও সব টিকিট বিক্রি হয়ে যাবে। টিকিট বিক্রির অর্ধেক টাকা পাকিস্তান বোর্ড পাবে।"

ভারতের আপত্তির পরে এক সময় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজন ঘিরে সংশয় দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই সমস্যা মেটে। আইসিসির প্রস্তাব অনুযায়ী 'হাইব্রিড' মডেল মেনে নেয় পাকিস্তান। অর্থাৎ, ভারত সে দেশে খেলবে না। বাকি দলগুলি পাকিস্তানেই খেলবে। অবশ্য পরবর্তীতে ভারতে আইসিসি প্রতিযোগিতা হলে পাকিস্তানও খেলতে আসবে না। তারাও নিরপেক্ষ দেশে খেলবে বলে জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি।

ভারত খেলতে না যাওয়ায় ক্ষতিপূরণ পেয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। যেহেতু তারা প্রতিযোগিতার আয়োজক তাই দুবাইয়েও ম্যাচের আয়োজন তাদেরই করতে হবে। সেই কারণে, আইসিসি আলাদা করে টাকা দিয়েছে পাকিস্তানকে। তার পরে এ বার টিকিট বিক্রি থেকেও বাড়তি টাকা পেতে চলেছে পাকিস্তান। ফলে জোড়া আর্থিক লাভ হচ্ছে মহসিন নকভির নেতৃত্বাধীন বোর্ডের।

৯ হাজার ৯৯৯ রানে আটকে ' অপেক্ষা বাড়ল স্মিথের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অফ স্টাম্পের বাইরের লেংথ বল পয়েন্টে পাঠিয়ে নিলেন দুইটি রান। স্টিভেন স্মিথের টেস্ট রান হয়ে গেল ৯ হাজার ৯৯৯। অপেক্ষা তখন মাইলফলক ছোঁয়ার। ঘরের ছেলেকে অভিনন্দন জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডের গ্যালারি। কিন্তু পরের ডেলিভারিতেই স্মিথ আউট!

উইকেট এমনিতেই অসম বাউন্সের। প্রাসিধ কৃষ্ণার ডেলিভারিটি লেংথ থেকে আচমকা লাফিয়ে ছোবল বাড়াল স্মিথের দিকে। তিনি সামলাতে পারলেন না ঠিকঠাক। গালিতে ডাইভিং ক্যাচ নিলেন জয়সওয়াল। ১০ হাজার থেকে ১ রানের দূরত্বে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শেষ করলেন স্মিথ।

ঠিক ৯ হাজার ৯৯৯ রানে কোনো টেস্ট শেষ করা ব্যাটসম্যান আগে ছিলেন একজনই। ২০১১ সালেদক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল মাহেলা জয়াবর্ধনের। এছাড়া ২০০৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৯ হাজার ৯৯৩ রান নিয়ে টেস্ট শেষ করেছিলেন ব্রায়ান লারা।

১০ হাজার থেকে ৩৮ রান পেছনে ভারতের বিপক্ষে এই সিডনি টেস্ট শুরু করেছিলেন স্মিথ। আগের দুই টেস্টে দুটি সেঞ্চুরি করা ব্যাটসম্যান প্রথম ইনিংসে দারুণ শুরু করেছিলেন। কিন্তু আউট হয়ে যান ৩৩ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রয়োজন পড়ে কেবল ৫ রানের। এবার তার ইনিংস শেষ ৪ রানে।

মাইলফলকটি স্পর্শ করতে তাই এই মাসের শেষ শ্রীলঙ্কা সিরিজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে স্মিথকে। সব ঠিক থাকলে টেস্ট ক্রিকেটে ১০ হাজার রান করা পঞ্চদশ ব্যাটসম্যান হবেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এখনও পর্যন্ত এই সীমানা পেরিয়েছেন কেবল তিনজন-রিকি পন্টিং, অ্যালান বোর্ডার ও স্টিভ ওয়াহ।

টেস্টে সাত হাজার ও আট হাজার রানে স্মিথ ছিলেন ইতিহাসের দ্রুততম, ৯ হাজারে ছিলেন দ্বিতীয় দ্রুততম। ১০ হাজার ছোঁয়ায় তিনি আরেকটু পেছনে পড়ে যাচ্ছেন। ১৯৫ ইনিংসে ১০ হাজারে পা রেখে রেকর্ডটি যৌথভাবে ব্রায়ান লারা, সাচিন টেন্ডুলকার ও কুমার সাঙ্গাকারার। রিকি পন্টিং করেছেন ১৯৬ ইনিংসে। স্মিথ এখন খেলেছেন ২০৪ ইনিংস। তার সুযোগ এখনও আছে তৃতীয় দ্রুততম হওয়ার। ২০৬ ইনিংসে ছুঁয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR